প্রবন্ধ

# মি'রাজুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

**অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম**

মি'রাজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার এক বিস্ময়কর মুজিযা, অসীমকে কল্পনা করা সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। পরম করুণাময় মহীয়ান স্রষ্টা প্রিয় হাবীবকে মি'রাজ রজনীতে সৃষ্টির রহস্য অভিহিত করেন। এ বরকতময় রাতে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে আসমান-জমীন, আরশ-কুরসী, লওহ-কলম, বেহশত-দোজখসহ অদৃশ্য জগতের সৃষ্টিরাজিকে অবলোকন করান। মি'রাজ হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের এক অভ্রান্ত দলীল। রসূলুল্লাহকে মি'রাজ দানের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। নবী রসূলসহ ফেরেস্তাকুল কারো পক্ষে সে যোগ্যতা ও গৌরব অর্জন সম্ভব হয়নি আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে আপন মহিমা ও সৃষ্টি লীলার যাবতীয় রহস্য প্রত্যক্ষ করান। মহাগ্রন্থ আল্ ক্বোরআন ও প্রিয় নবীর অসংখ্য বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য হাদীস সূত্রে তা প্রমাণিত। আল ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে- "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে রজনীর কিয়দাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যার চতুর্পার্শ্ব আমি বরকতময় করেছি, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"

[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১১১, পারা ১৫]

আল্ ক্বোরআনের উক্ত আয়াত এর তাফসীর প্রসঙ্গে আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত কানযুল ঈমান-এ হাশিয়া খাযাইনুল ইরফান কৃত সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী লিখেছেন নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ লাভে ধন্য হন। মাস সম্পর্কে তাফসীরকারদের একাধিক অভিমত থাকলেও বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধতম হচ্ছে ২৭ রজব পবিত্র মক্কা মুকাররমা থেকে রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া ক্বোরআনের আয়াত থেকে প্রমাণিত। এটাকে বলা হয় ইসরা। এর অস্বীকারকারী কাফির। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আসমান সমূহের ভ্রমণ ও নৈকট্যের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছাকে বলা হয় এরাজ, যা নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী গোমরাহ্ পথভ্রষ্ট। সেখান হতে লা মকান পর্যন্ত ভ্রমণকে মি'রাজ বলে। মি'রাজ জাগ্রতাবস্থায় শরীর ও রূহ মুবারক উভয়টি সহকারে সংঘঠিত হয়েছে। এটিই অধিকাংশ মুসলমানের আক্বিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস। আয়াতে উল্লিখিত 'বেআবদিহি' শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ শুধু আত্মাকে আবদ্ বা বান্দা বলে না বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকে আবদ্ বা বান্দা বলা হয়। প্রমাণিত হলো মি'রাজ রূহানী, স্বাপ্নিক বা আত্মিক ছিল না বরং তা শারীরিক ছিল। হুজুরের সাহাবায়ে কেরাম এতেই বিশ্বাসী। নবুয়তের এগার বৎসর পাঁচ মাস পর রজবের সাতাশ তারিখ সোমবার শেষ রাত্রে হযরত উম্মে হানী বিনতে আবি তালেবের ঘর হতে মি'রাজ হয়েছিল।

**মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা**

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রজবের সাতাশ তারিখ রাত্রির শেষার্ধে তাঁর দুধবোন উম্মেহানি বিনতে আবি তালিবের গৃহে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময়ে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম বুরাক সহকারে আল্লাহর আমন্ত্রণ নিয়ে প্রিয় রসূলের খিদমতে হাজির হলেন, আল্লাহর নির্দেশে মাহবুবকে জাগ্রত করলেন। আল্লাহর পয়গাম মাহবুবকে পেশ করলেন। প্রিয় নবীর বক্ষ মুবারক বিদারণ করলেন, যম যম কূপের পানি দ্বারা তা ধৌত করলেন। রহমত বরকত ফুয়ুজাত ও নূরে এলাহী দ্বারা বক্ষ মুবারক পরিপূর্ণ ও মহিমান্বিত করলেন। কাউসারের পানি দ্বারা গোসল দিলেন জান্নাতী পোশাকে প্রিয় রাসূলকে সুসজ্জিত করলেন এবং বুরাক হাজির করলেন। হযরত জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম বুরাকের লাগাম ধরলেন আর হযরত ইসরাফিল আলায়হিস্ সালাম পেছনে দাঁড়ালেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন বুরাকের উপর উপবিষ্ট ও ফেরেস্তা কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত, ফেরেস্তাদের জুলুস সহকারে প্রিয় রাসূলের অভিযাত্রা। এ নূরানী জুলুসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সৈয়্যদুল আম্বিয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন। মুহূর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করে আল্লাহর প্রেরিত পূর্ববর্তী অসংখ্য নবী-রসূল ও ফেরেস্তারা প্রিয় রসূলকে অভিবাদন ও সম্ভাষণ জানানোর জন্য অপেক্ষমাণ। রাহমাতুল্লিল আলামীন এর ইমামতিতে নামায আদায়ের জন্য প্রত্যেকে ব্যাকুল প্রস্তুতি সম্পন্ন, কাতারবন্দি হয়ে ইমামুল আম্বিয়ার অপেক্ষায়। সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হলো, লক্ষ লক্ষ নবী রাসূল ও ফেরেশতা এ নামাযে শরিক

হয়ে ইমামুল আম্বিয়ার পেছনে নামায আদায় করে মুক্তাদি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। ইমামুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল আম্বিয়ার যথার্থ শান মান ও সুমহান মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। নামায শেষে উর্ধ্ব জগতের ভ্রমণ প্রস্তুতি শুরু হলো। দ্রুতগতি সম্পন্ন বুরাক মুহূর্তেই প্রথম আসমানে পৌঁছালো। আদিপিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাঁর সন্তান ইমামুল আম্বিয়াকে অভিনন্দিত করলেন। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহিয়া আলায়হিস্ সালাম, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আলায়হিস্ সালাম, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম, সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস্ সালাম এরা সবাই রাহমাতুল্লিল আলামীন এর দিদারলাভে ধন্য হলেন, প্রিয় রাসূল আসমানী জগতের আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করলেন, সেখান হতে মুহূর্তেই চূড়ান্ত গন্তব্যস্থান সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় পৌঁছলেন, যেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন নৈকট্যধন্য ফেরেশতারও সুযোগ নেই। জিব্রাইল আমীন অপারগতা প্রকাশ করলেন বললেন- ওখান থেকে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া আপনারই শান। আমি যদি তার কিঞ্চিত অগ্রসর হই আল্লাহর তজল্লীতে ভস্ম হয়ে যাব। এখানে রাসূলুল্লাহ্‌র নূরানীয়তের বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তব প্রতিফলন। প্রকৃতপক্ষে হযরতকে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না। পদার্থের যা সার, সেই জ্যোতি বা নূর দ্বারাই তাঁর দেহ গঠিত ছিল এ জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র দেহে কোন ছায়া ছিল না।

মহান আল্লাহর নূর হতেই হযরতের সৃষ্টি, অসংখ্য হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। এরশাদ হয়েছে, আনা নুরুল্লাহে ওয়া কুল্লা শাইইন মিন্‌নূরী অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমর নূর হতে সৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ আরো এরশাদ করেন- 'আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন আল্ ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে- 'ক্বাদ যা'কুম মিনাল্লাহে নূরঁও ওয়া কিতাবুম মুবীন।' অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব। এ সব তথ্য হতে প্রমাণিত হয়, হযরতের দেহ আমাদের মতো স্থুল উপাদানে গঠিত ছিল না। তাঁর দেহ গঠনের উপাদান ছিল নূর বা জ্যোতি। এ কারণেই স্থুল দেহ নিয়ে তাঁর পক্ষে ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল কারণ নূরের কোন ওজন নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরতার এ সন্ধিক্ষণে মি'রাজুন্নবীর ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে রাসূলুল্লাহ্‌র নূরানীয়তকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। অতএব, প্রতীয়মান হলো, রাসূলুল্লাহ্‌র মি'রাজ পরিভ্রমণ, জান্নাত-দোজখ পরিদর্শন, নবী রাসূলগণের সাক্ষাৎ দর্শন, মহান প্রভুর সান্নিধ্য অর্জন, স্রষ্টার কুদরতি রহস্যাদি স্বচক্ষে অবলোকন, মুক্তির অবলম্বন নামাযকে পুরস্কার রূপে গ্রহণসহ কত অজানা বিষয় উদঘাটিত হয়েছে তা হাবীব ও মাহবুব, আশেক ও মাশুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ প্রিয় হাবীবকে কি দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ কি নিয়েছেন, আল্লাহ্ কি বলেছেন রাসূলে আরবী কি শুনেছেন, শান-মান-মর্যাদা ও গুণাবলীর কতো বিশাল ভান্ডার আল্লাহ্ তাঁর নবীকে দিয়েছেন, আল্লাহর সৌন্দর্য্যের দিদার লাভে হাবীবে খোদা কিভাবে ধন্য হলেন তা দাতা ও গ্রহীতা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব অধিক জানেন। মূলত রাহমাতুল্লিল আলামীন যে রজনীতে স্রষ্টার গুপ্ত রহস্যাবলী ও আল্লাহর রহমতের ভান্ডার প্রত্যক্ষ করেন সেই রজনীটি মি'রাজুন্নবী হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে অসাধারণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দানে ধন্য করেছেন। মি'রাজুন্নবী প্রিয় রাসূলের সমুন্নত মর্যাদার প্রকৃত প্রমাণ। রসূলের কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ভাষায়-

ওয়া আজমালু মিনকা লাম তারা কাত্তা আইনী
ওয়া আহ্‌সুনা মিনকা লাম তালিদিন নিসা-উ।
খুলিক্‌তা মুবাররা আম মিন্ কুল্লি আইবিন,
কা আন্নাকা খুলিক্‌তা কামা তাশা-উ।

কাব্যানুবাদঃ

তোমার চেয়ে সুন্দর কিছু দেখেনি কভু আমার নয়ন
আরো সুদর্শন কাউকে কখনো প্রসব করেনি কোনই নারী।
সকল ত্রুটির উর্ধ্বে নিখুঁত সুললিত হে তোমার সৃজন
মনে হয় যেনো ইচ্ছে মতো রূপ দিয়েছেন সৃষ্টিকারী।